3.1. পরামর্শদান—অর্থ, গুরুত্ব এবং পরিধি (Counselling—Meaning, Importance and Scope)

পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং হল একটি পেশাদারি পরিসেবা যা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত একজন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে নির্দেশদান প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং কেন্দ্রীয় অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয়। পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি একজন ব্যক্তিকে সমস্যার সমাধান খুঁজতে সাহায্য করে এবং একজন ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং হল দুটি ব্যক্তির মধ্যেকার একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন ব্যক্তি সাহায্য প্রদান করেন এবং অপর ব্যক্তি সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। কাউন্সেলিং একটি শিখনভিত্তিক প্রক্রিয়া, যা সাধারণত একটি মিথস্ক্রিয় সম্পর্কের মাধ্যমে ঘটে থাকে, যা একজন ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে আরও শিখতে ও জানতে এবং ওই ব্যক্তিকে সমাজের একটি কার্যকরী সদস্য হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে থাকে।

3.1.1. পরামর্শদানের অর্থ (Meaning of Counselling)

কাউন্সেলিং শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'to counsel' ক্রিয়াপদ থেকে, যার অর্থ পরামর্শ দেওয়া। অর্থাৎ কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো অভিজ্ঞ বা দক্ষ ব্যক্তি (কাউন্সেলার) অন্য কোনো ব্যক্তির (কাউন্সেলি) প্রয়োজনে, সমস্যায় সাহায্য করে থাকেন। কাউন্সেলার তাঁর পরামর্শের মাধ্যমে কাউন্সেলিকে তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার পথ দেখান। দুজন ব্যক্তির মুখোমুখি মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাউন্সেলার আয়না হয়ে ওঠেন যেখানে কাউন্সেলি তার নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। এই পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের মেলবন্ধনই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Scanned with CamScanner

3.1.2. পরামর্শদানের সংজ্ঞা (Definition of Counselling)

Webster's Dictionary-তে বলা হয়েছে, "Counselling is consultation, mutual interchange of opinions, deliberating together." অর্থাৎ আলোচনা, পারস্পরিক মত বিনিময় এবং একত্রে কথা বলা হল পরামর্শদান।

Erickson বলেন, "A counselling is a person to person relationship in which one individual with problem tours another person for assistance." অর্থাৎ পরামর্শদান হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, যেখানে সমস্যাক্রান্ত একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য অপর একজন ব্যক্তির কাছে যায়।

Carl Rogers বলেন, "Counselling is a series of direct contact with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behaviour." অর্থাৎ পরামর্শদান বলতে বোঝায় একাধিকবার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ যার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করা।

Haln এবং ***Macban*** বলেন, "Counselling is a process which takes place in a one-to-one relationship between an individual beset by problems with which he can not cope alone and a professional worker whose training and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal difficulties." অর্থাৎ সমস্যাক্রান্ত কোনো ব্যক্তি যখন নিজ সমস্যাসমাধানে অক্ষম, সে যখন সবরকমের ব্যক্তিগত সমস্যা

Scanned with CamScanner

3.1.16. পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in Counselling Process)

পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকাগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পরামর্শদান প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করে থাকেন।
- শিক্ষকরা পরামর্শদান প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন।
- শিক্ষকের উপযুক্ত পরামর্শ পেয়ে শিক্ষার্থীরা জন্মগত প্রতিভার বিকাশসাধন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

- শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্ষমতা, সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে শিক্ষকরা সাহায্য করে থাকেন।
- শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষক মহাশয় পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করে থাকেন।
- শিক্ষার্থীদের অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনার জন্য শিক্ষক মহাশয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজস্ব আগ্রহ, ক্ষমতা, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে সেইজন্য শিক্ষক মহাশয় তাদের সাহায্য করে থাকেন।

Scanned with CamScanner

3.2. পরামর্শদানের কৌশলসমূহ—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং সমন্বয়ী (Techniques of Counselling—Directive, Non-Directive, and Eclectic)

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শদানের তিনটি কৌশল উল্লেখ করা যায়। সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

3.2.1. প্রত্যক্ষ পরামর্শদান কৌশল (Directive Counselling Technique)

যে পরামর্শদানে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতা অপেক্ষা তার সমস্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাকে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান বলে।

Arbuckle বলেন, "That the directive people believe Counselling to be a means of helping people how to learn to solve their own problems."

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ পরামর্শদাতাদের মতে, পরামর্শদান ব্যক্তিকে তার সমস্যাসমাধানের উপায় স্থির করতে সাহায্য করে।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Directive Counselling)

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে এই পদ্ধতির সমর্থকগণ যা ব্যক্ত করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলি উল্লেখ করা হল—

1. প্রত্যক্ষ পরামর্শদান সুপরিকল্পিতভাবে চালিত হয়। এর মধ্যে থাকে পরামর্শগ্রহীতার অস্বাভাবিক আচরণগুলির বিশ্লেষণ, সমস্যার গুরুত্ব ও অবস্থান নির্ণয় এবং সমস্যার প্রতিকার কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা।
2. এই পদ্ধতির সমর্থকগণ বলেন যে, অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতাই পরামর্শগ্রহীতার সমস্যার অনুধাবনে এবং সমাধানে উপযুক্ত ব্যক্তি। পরামর্শদান ক্রিয়াটি তাঁরই তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত।
3. এইরূপ পরামর্শদানে পরামর্শদাতাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন এবং তিনিই সমস্যাসমাধানে পথ নির্দেশ করেন।
4. পরামর্শদাতা এখানে পরামর্শগ্রহীতার প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি ও আবেগ অপেক্ষা বৌদ্ধিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেন।
5. পরামর্শদাতা এখানে সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলে সমস্যাসমাধানের উপায়টি নির্ধারণ করা পরামর্শগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব কি না তা বিবেচনা করেন না।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের সমর্থনে ***Jane Waters*** প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেন—

- পরামর্শগ্রহীতার সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- পরামর্শগ্রহীতা অপেক্ষা পরামর্শদাতা অধিক সক্রিয় হন। পরামর্শদাতাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।
- পরামর্শগ্রহীতাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই পরামর্শদাতা করেন। প্রকৃতপক্ষে পরামর্শগ্রহীতা তার নিজস্ব চিন্তাভাবনাগুলি কার্যকরী করার সুযোগ কম পায়। সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন পরামর্শদাতা।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির অন্যতম পথিকৃৎ ***E G Williamson***-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। Williamson-এর মতে, শিক্ষা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ***Thorne, Ellis*** এবং ***Writz*** প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির সমর্থক। তবে তাঁদের মত ও ***Williamson***-এর মত কিছুটা ভিন্ন। Thorne, Ellis এবং Writz প্রত্যক্ষ পরামর্শদানে যুক্তি ও বিশ্লেষণ দ্বারা সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা বলেছেন। তাঁরা পরামর্শদানে বুদ্ধি এবং যুক্তির উপর

Scanned with CamScanner

বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। Williamson গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনায়। আর এই নির্দেশনার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতা ধর্ম এবং পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক দ্বারা এই নির্দেশনা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির স্তর (Stages of Directive Counselling)

E G Williamson প্রত্যক্ষ পরামর্শদানে সাতটি স্তরের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

সূচনা (Starting the session): প্রাথমিক কথোপকথনের পর সুসম্পর্ক (rapport) তৈরি করে পরামর্শদানের সূচনা করা হয়।

বিশ্লেষণ (Analysis): পরামর্শগ্রহীতাকে জানার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অভীক্ষা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা নানাবিধ তথ্য (data) সংগ্রহ করা হয়।

সংশ্লেষণ (Synthesis): সংগৃহীত তথ্যগুলিকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যাতে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা-দুর্বলতা, অভিযোজন ক্ষমতা-ব্যর্থতা, দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি চিত্র পাওয়া যায়।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis): এই স্তরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যার কারণ নির্ণয় করা হয়। সমস্যার কারণ নির্ণয়ের দুটি স্তর আছে। প্রথমত, সমস্যার নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ কীভাবে সমস্যাটি সৃষ্টি হল তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণ চিকিৎসায় যেমন নানারকম পরীক্ষা করার পর (রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, ই.সি.জি ইত্যাদি) রোগ নির্ণয় করা হয় এখানেও তেমনি অভীক্ষা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। দ্বিতীয়ত, কারণ অনুসন্ধানে এখানে শিক্ষার্থীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা (Predisposing and Precipitating causes) বিবেচনা করা হয়। অতঃপর রোগের কারণ নির্ণয় করা হয়। এই কারণ নির্ণয়ে সমস্যার লক্ষণ (symptoms) বিবেচনা করা হয়।

পূর্বাভাষ (Prognosis): সমস্যার প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে কী রূপ নিতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করা হয়।

পরামর্শদান (Counselling): এই স্তরে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন, যেমন—এই সমস্যা কীভাবে এল, সমস্যার কারণগুলি কী, এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কী হবে, এর সমাধান কী, কীভাবেই বা সমাধান করা যাবে ইত্যাদি। এই উত্তরের মধ্য দিয়েই পরামর্শগ্রহীতা সমস্যামুক্ত হবে বলে মনে করা হয়।

অনুসরণ করা (Follow up): পরামর্শদানের কার্যকারিতা লক্ষ রাখা ও পুনরায় ব্যক্তি যাতে সমস্যাক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা।

Scanned with CamScanner

নিম্নে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়াটিকে চিত্রাকারে রূপ দেওয়া হল।

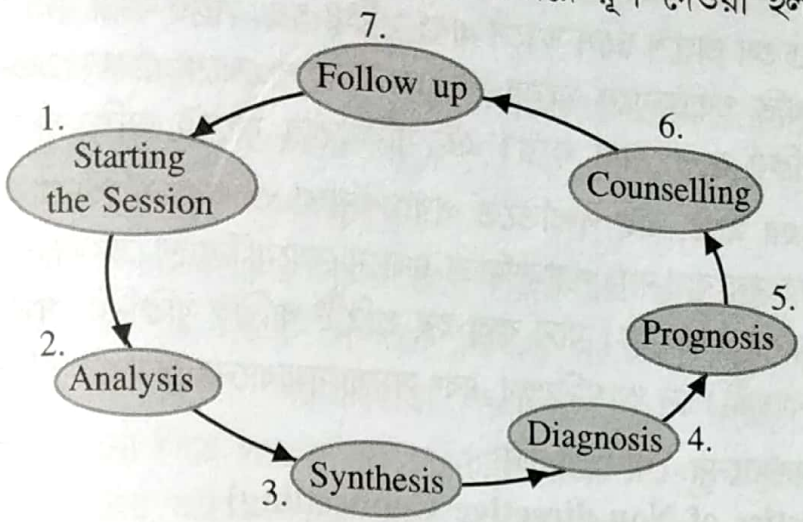

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান কৌশলের সুবিধা
(Advantages of Directive Counselling Technique)

- সময় কম লাগে কারণ এই কৌশল পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক।
- সমস্যাটিকেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
- প্রাক্ষোভিক দিকের থেকে মূল বস্তুনির্ভর সমস্যার সমাধানে বেশি নজর দেওয়া হয়ে থাকে।
- এই পদ্ধতি সাধারণত নির্দেশমূলক হয়।
- এই কৌশল বৌদ্ধিক স্তরে ক্রিয়াশীল।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান কৌশলের অসুবিধা
(Disadvantages of Directive Counselling Technique)

- পরামর্শগ্রহীতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।
- পরামর্শগ্রহীতার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখা হয় না।
- প্রাক্ষোভিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না।
- এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শগ্রহীতার অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- অনেক তথ্যই পরামর্শদাতার অজানা থাকে।
- ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনার বিকাশে এই কৌশল সহায়ক নয়।

3.2.2. পরোক্ষ পরামর্শদান কৌশল
(Non-Directive Counselling Technique)

পরোক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Non-directive Counselling। বর্তমানে এই পদ্ধতিকে Client Centred Counselling বলে।

অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির উৎস হল ***Rogers***-এর 'Self theory'। Self Theory-তে বলা হয়েছে ব্যক্তি তার জগৎকে নিজের মতো করে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যক্ষণ অবচেতন মনে প্রতীকের (Symbol) সাহায্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে।

Scanned with CamScanner

বাস্তবের বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে পূর্বের প্রত্যক্ষণ অবচেতন মন থেকে মনের চেতন অংশে চলে আসে এবং সক্রিয় হয়। সহজ করে বলা যায় বাস্তবের কোনো পরিস্থিতি প্রত্যক্ষণকে মনের অবচেতন অংশ থেকে ঠেলে চেতন মনে নিয়ে আসে এবং সক্রিয় হতে বাধ্য করে। এই সক্রিয়তার ফলেই ব্যক্তি সমস্যামুক্ত হয়।

Rogers-এর মতে, এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতা কেউই নির্দিষ্ট সমস্যাসমাধানের জন্য ব্যগ্র নয়। পরামর্শদাতা এখানে কোনো নির্দেশ দেন না। ব্যক্তির ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখা হয়। মনে করা হয় প্রতিটি ব্যক্তিই যুক্তিনিষ্ঠ, সমাজসচেতন ও নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সমস্যাসমাধানের ক্ষমতার অধিকারী।

পরোক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যাবলি
(Characteristics of Non-directive Counselling)

1. এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা ব্যক্তির সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।
2. এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে তার বক্তব্য প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। বাধাহীনভাবে বক্তব্য প্রকাশ করার ফলে পরামর্শগ্রহীতা তার মানসিক জট থেকে অনেকাংশে মুক্ত হন।
3. পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিজের সমস্যা বুঝতে পারেন এবং সমাধানে সচেষ্ট হন।
4. এই পদ্ধতির সমর্থকরা বলেন, সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করা পরামর্শদাতার আবশ্যিক কাজ নয় এবং সেজন্য পরামর্শগ্রহীতার অতীত ইতিহাস ও মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ব্যবহার অপরিহার্য নয়।
5. তাঁরা আরও বলেন, ব্যক্তিমাত্রই আত্মবিকাশের ক্ষমতা রাখে এবং সে নিজেই নিজের সমস্যাসমাধানে সক্ষম। পরামর্শদাতার কাজ হল উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা যেখানে পরামর্শগ্রহীতা নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে এবং স্ব-ইচ্ছায় কাজ করতে পারে।
6. পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে এমনভাবে উৎসাহিত করেন যাতে শেষোক্ত ব্যক্তি সব কথা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে এগিয়ে আসেন।
7. এইপ্রকার পরামর্শদানে পরামর্শগ্রহীতার বক্তব্যের মধ্যে যে আবেগের সঞ্চার হয় তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।
8. পরামর্শগ্রহীতা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শদাতার সাহায্য নিলেও চরম সিদ্ধান্ত পরামর্শগ্রহীতাই নেন।

পরোক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির স্তরসমূহ
(Stages of Non-directive Counselling)

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের মতো অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়—

1. পরামর্শদানের সূচনা (Opening the Session)
2. সুসম্পর্ক স্থাপন (Establishing rapport)

Scanned with CamScanner

3. সমস্যা পরিস্ফুটন (Problem explanation)
4. সমস্যার কারণ (Problem cause)
5. বিকল্প সমাধানের কথা চিন্তা করা (Alternative solution)
6. সমাপ্তি (Session termination)
7. অনুসরণ করা (Follow up)।

প্রথম অর্থাৎ পরামর্শদানের সূচনা স্তরে পরামর্শদান কবে থেকে শুরু করা যায়, কখন করলে ভালো হয় ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পরামর্শগ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার সঙ্গে প্রাথমিক কিছু কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি সাধারণত শুরু করেন। যেমন—তার হবি কী, কী ধরনের আমোদ-প্রমোদমূলক ব্যবস্থা তার পছন্দ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থাৎ সুসম্পর্ক স্থাপন স্তরে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এই স্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে এই সুসম্পর্ক স্থাপনের সফলতার উপর সমগ্র প্রক্রিয়াটির সফলতা নির্ভর করে। পরামর্শদাতা এমন পরিবেশ রচনা করবেন যেখানে পরামর্শগ্রহীতা সমস্ত রকমের বাধা অতিক্রম করে পরামর্শদাতার কাছে সবকিছু খোলাখুলিভাবে বলতে পারে।

তৃতীয় অর্থাৎ সমস্যা পরিস্ফুটন স্তরে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার আবেগের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখেন, তার বুদ্ধির প্রতি নয়। তিনি ধৈর্য্য সহকারে পরামর্শগ্রহীতার অসমর্থনীয় অনুভূতিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। সর্বদা চেষ্টা করবেন যাতে পরামর্শগ্রহীতা তার বদ্ধ আবেগ ও অনুভূতিশীলতা থেকে মুক্তি পায়। এইভাবেই পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে সমস্যা নির্ধারণে সাহায্য করেন।

চতুর্থ অর্থাৎ সমস্যার কারণ স্তরে প্রকৃত সমস্যাটি একবার নির্দিষ্ট হয়ে গেলে পরামর্শদাতা তার কারণ অনুসন্ধান এবং সমস্যার আরও গভীরে যেতে পরামর্শগ্রহীতাকে সাহায্য করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ বিকল্প সমাধানের স্তরে যখন পরামর্শগ্রহীতার সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে তখন পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে সমস্যাসমাধানে সাহায্য করবেন অর্থাৎ নতুন করে অভিযোজনে সাহায্য করবেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরামর্শদাতা সমস্যাসমাধানের পথ বলে দেবেন না। তিনি শুধু লক্ষ রাখবেন, পরামর্শগ্রহীতা যেন সমাধানের অর্থাৎ পূর্ণ অভিযোজনের উপায়গুলি আবিষ্কার করে তার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়টি প্রয়োগ করতে পারেন।

ষষ্ঠ অর্থাৎ সমাপ্তি স্তরে পরামর্শদাতা পরামর্শদান প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতায় সন্তুষ্ট হওয়ার পর মূল প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। মূল প্রক্রিয়াটি সাঙ্গ হয়ে গেলেও পরামর্শদাতার এই স্তরেই আরও কিছু করণীয় আছে। তিনি পরামর্শগ্রহীতাকে সমস্যা,

Scanned with CamScanner

তার কারণ এবং সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন। পরামর্শদাতা সবসময় পরামর্শগ্রহীতাকে উৎসাহ এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবেন।

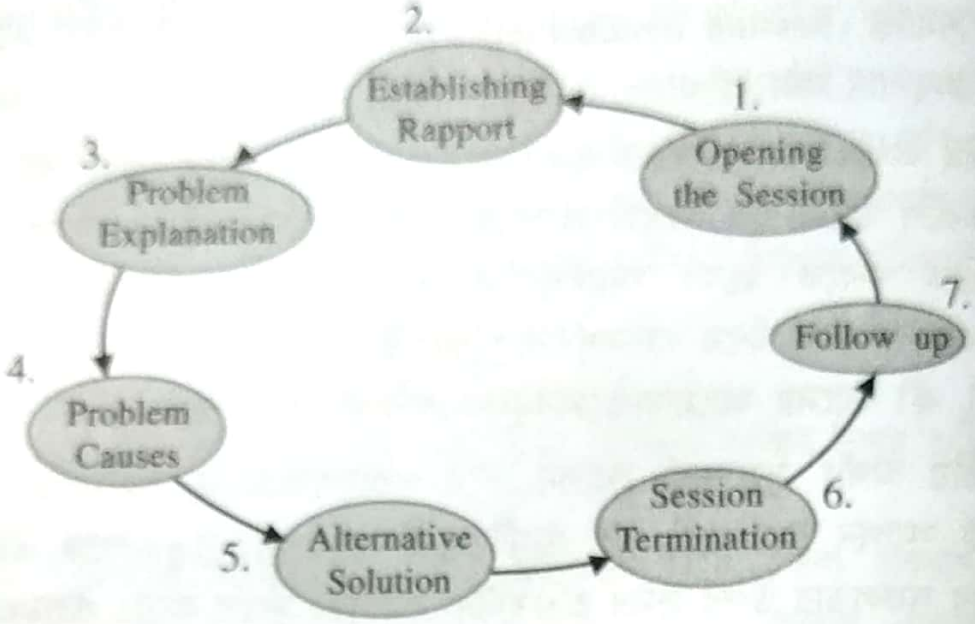

অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রকিয়া

সপ্তম অর্থাৎ অনুসরণ করার স্তরে সমাধানের উপায়টি কতখানি সফলতা অর্জন করেছে, কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন আছে কিনা এ সম্পর্কে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতা মাঝে মধ্যেই একত্রে আলোচনা করবেন।

পরোক্ষ পরামর্শদান কৌশলের সুবিধা
(Advantages of Non-directive Counselling Technique)

- পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিগত বিকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে।
- এই কৌশলটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল।
- এর দ্বারা মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব।
- এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শগ্রহীতার অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতার বিকাশে এই কৌশল সাহায্য করে।
- প্রাক্ক্ষোভিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না।

পরোক্ষ পরামর্শদান কৌশলের অসুবিধা
(Disadvantages of Non-Directive Counselling Technique)

- এই কৌশলটি খুবই সময়সাপেক্ষ।
- পরামর্শদাতার মনস্তত্ত্বের উপর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
- পরামর্শদাতা কখনোই তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে না।
- অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই কৌশল কার্যকরী নয়।
- সমস্যাটি অপেক্ষা ব্যক্তিটিকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

Scanned with CamScanner

- প্রাক্ষোভিক দিকের থেকে মূল বস্তুনির্ভর সমস্যার সমাধানে বেশি নজর দেওয়া হয় না।
- এই পদ্ধতি সাধারণত উপদেশমূলক হয়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরামর্শদান কৌশলের পার্থক্য (Differences Between Directive and Non-directive Counselling Technique)

নং	প্রত্যক্ষ পরামর্শদান	পরোক্ষ পরামর্শদান
1.	যে পরামর্শদানে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতা অপেক্ষা তার সমস্যার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন তাকে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান বলা হয়।	যে পরামর্শদানে পরামর্শদাতা সমস্যা অপেক্ষা পরামর্শগ্রহীতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন তাকে পরোক্ষ পরামর্শদান বলা হয়।
2.	এই কৌশল পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক।	এই কৌশল পরামর্শগ্রহীতাকেন্দ্রিক।
3.	এখানে সমস্যাটিকেই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে থাকে।	এখানে ব্যক্তিকেই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দেখা হয়।
4.	এর প্রবক্তা হলেন E G Williamson।	এর প্রবক্তা হলেন Carl Rogers।
5.	এই পরামর্শদান কৌশল Self-theory ভিত্তিক নয়।	এই পরামর্শদান কৌশল Self-theory ভিত্তিক।
6.	সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অতীত ইতিহাস, রেকর্ড ও অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়।	সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অতীত ইতিহাস, রেকর্ড ও অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয় না।
7.	আবেগ অপেক্ষা পরামর্শদাতার বুদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	পরামর্শদাতার আবেগের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
8.	পরামর্শগ্রহীতাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।	পরামর্শগ্রহীতাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।
9.	এই কৌশল বৌদ্ধিক স্তরে পরিচালিত হয়।	এই কৌশল অনুভূতির স্তরে পরিচালিত হয়।
10.	পরামর্শগ্রহীতার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখা হয় না।	পরামর্শগ্রহীতার ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখা হয়।
11.	Rapport-এর প্রয়োজন হয় কিন্তু অপরিহার্য নয়।	Rapport তৈরি করা অপরিহার্য।
12.	অবচেতন মান ও প্রতীকের ধারণার কোনো অবকাশ নেই।	অবচেতন মান ও প্রতীকের ধারণা অপরিহার্য।

3.2.3. ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান কৌশল (Eclectic Counselling Technique)

মনস্তাত্ত্বিক ***Bordin*** মনে করেন যে, ***Rogers*** ও ***Williamson*** পরামর্শদানের দুই চরমপন্থার কথা বলেছেন। বস্তুত কোনো পদ্ধতি এককভাবে কার্যকরী হয় না। পরিস্থিতি অনুযায়ী উভয় পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া উচিত। এই উভয় পদ্ধতির

Scanned with CamScanner

প্রয়োজনমতো সংমিশ্রণকেই ঐচ্ছিক (Eclectic) পরামর্শদান বলে। এখানে পরামর্শদাতা ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তারপরে স্থির করেন তিনি কোন্ পথে অগ্রসর হবেন। তিনি প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে যেতে পারেন বা অপ্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষে যেতে পারেন অথবা প্রয়োজনমতো প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের মতো এই পদ্ধতিও পরামর্শগ্রহীতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমস্যাসমাধানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরামর্শদাতা তাকে তার সমস্যাসমাধানে উৎসাহিত করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পরামর্শগ্রহীতা এই দায়িত্ব নিতে রাজি নন বা তার পক্ষে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। সেইসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাকেই এগিয়ে আসতে হবে। পরামর্শগ্রহীতাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য ঐচ্ছিক পরামর্শদাতা প্রত্যক্ষ পরামর্শদাতার মতো বিশ্বাস করেন যে, অতীত ঘটনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তির বর্তমান আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সেইজন্য তিনি অর্থাৎ পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার অতীত সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

পরামর্শগ্রহীতার সর্বাত্মক বিবরণী পত্র এবং তথ্যসংগ্রহের অন্যান্য উপায়গুলি পর্যালোচনা করার পর ঐচ্ছিক পরামর্শদাতা স্থির করেন কীভাবে পরামর্শ দেওয়া হবে। কোন্ পদ্ধতিতে পরামর্শ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে ঐচ্ছিক পরামর্শদাতার কোনো গোঁড়ামি নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি যে-কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান কৌশলের বৈশিষ্ট্য
(Features of Eclectic Counselling Technique)

- এই কৌশলের দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।
- এই পরামর্শদান কৌশলে সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- পরামর্শদানের শুরুতে, পরামর্শগ্রহীতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে এবং পরামর্শদাতা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।
- এই পরামর্শদান কৌশলে পরামর্শদাতার দক্ষতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- স্বল্প খরচের নীতির উপর এই পরামর্শদান কৌশল প্রতিষ্ঠিত।
- এই পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় সমস্ত পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহারের জন্য পেশাদার ও দক্ষ পরামর্শদাতা আবশ্যক।
- পরামর্শগ্রহীতার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- পরামর্শগ্রহীতাকে তার নিজের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার সুযোগ প্রদান করা হয়।

ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান কৌশলের স্তরসমূহ
(Stages of Eclectic Counselling Technique)

ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান কৌশলটি নিম্নে বর্ণিত স্তরগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।

1. **সুসম্পর্ক স্থাপন (Establishing Good Relationship):** এই স্তরে পারস্পরিক সাহচর্য ও তথ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে, পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান ও মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হতে থাকে। এই স্তরে সমস্যাটির গতিপ্রকৃতিটিকে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়।
2. **সমাধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulation of Solution Plan):** সমস্যাটির প্রকৃতিটিকে নির্ধারণের পর সমস্যাটিকে সমাধানের জন্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্যও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি খসড়া পরিকল্পনা রচনা করা হয়।
3. **সমাধানের প্রচেষ্টা (Attempts to Solve):** এই স্তরে, পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতা উভয়েই সমস্যাটির সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে কতকগুলি সমাধানসূত্র গৃহীত হয়। পরামর্শদাতা, পরামর্শগ্রহীতার অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করার চেষ্টা করে থাকে।
4. **সমাধানের উপায় নির্ণয় (Determine the Ways of Solution):** এই স্তরে, পরামর্শগ্রহীতা সমাধানসূত্রগুলিকে তার সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রয়োগ করে থাকেন।
5. **অনুসরণ কর্মসূচি (Follow-up Service):** এটি পরামর্শদান প্রক্রিয়ার শেষ স্তর। এই স্তরে, পরামর্শগ্রহীতা তাঁর সমস্যাটিকে সমাধানের ক্ষেত্রে কতখানি সফলতা অর্জন করেছেন, কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন আছে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান কৌশলের সুবিধা
(Advantages of Eclectic Counselling Technique)

- পরামর্শদাতা এবং পরামর্শগ্রহীতা উভয়েই সক্রিয় থাকার ফলে সমস্যার সমাধান খুব সহজে করা যায়।
- এই পরামর্শদান প্রক্রিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক দিক দিয়ে কার্যকরীভাবে প্রযোজ্য।
- এই পরামর্শদান প্রক্রিয়া পরামর্শগ্রহীতার সক্ষমতা এবং দুর্বলতাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে থাকে।
- এই পরামর্শদান প্রক্রিয়া সমস্যাসমাধানের জন্য নতুন ধারণা তৈরি করে থাকে।
- ব্যক্তির আচরণকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করা হয়।
- ব্যক্তির চাহিদা অনুসারে পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

2.1.10. শিক্ষামূলক নির্দেশনায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in Educational Guidance)

শিক্ষামূলক নির্দেশনাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার দ্বারা শিক্ষক মহাশয় নি
বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন—

- পাঠ্যসূচির পরিকল্পনা ও সময় অনুসারে তা সাজানো।
- পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা।
- ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনে সাহায্য করা।
- লেখার ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া।
- কোনো বিষয় পড়ে তার মানে বোঝা (Comprehension) ও তার সারম
লিখে রাখতে সাহায্য করা।
- একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কাজের বৈচিত্র্য আনতে ও উপযুক্ত বিশ্রামে
ব্যবস্থা করতে সাহায্য করা।
- বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কোনো বিষয়কে শিখতে সাহায্য করা।
- মুখস্থ করার নানা আধুনিক কলাকৌশল শেখানো।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের বিষয়টিকে ভালো করে শিখতে সাহায্য করা।
- অত্যধিক মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ টিপ্‌স দেওয়া।
- নানা ধরনের বিনোদনধর্মী বা সাংস্কৃতিক কাজের ক্ষেত্রে ছাত্রদের উৎসা
দেওয়া ও যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের পরিচালিত করা।
- ছাত্রদের পড়া শেখার কোনো সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনী
কাউন্সেলিং করা।
- বাড়ি ও স্কুলের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে সাহায্য করা।
- বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার (Psychometric Tests) সাহায্যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি
ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, প্রবণতা, চাহিদা ও সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাদে
উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া।

2.2. বৃত্তিমূলক নির্দেশনা—অর্থ এবং শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যাবলি (Vocational Guidance—Meaning, Function at Different Stages of Education)

শিক্ষার তিনটি স্তর, যথা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। মূলত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শিল্প ও সেবার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৃত্তির উদ্ভব হয়। বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় বৃত্তির সুযোগ তৈরি হয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোন্ পেশার জন্য কে উপযুক্ত তার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন সকল পেশার জন্য সকল শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান পারদর্শী নয়, তেমনি শিক্ষার্থীভেদে পেশার প্রতি আগ্রহ ও মনোভাবও একরকম নয়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি

আগ্রহ, মনোভাব ও প্রবণতা অনুযায়ী নির্দেশনা দিলে সে উপযুক্ত পেশা নির্বাচনে সচেষ্ট হবে। এ ছাড়া বৃত্তিমূলক নির্দেশনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসংস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানায়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনার আওতায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা হয়।

2.2.1. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার অর্থ (Meaning of Vocational Guidance)

যে নির্দেশনা কোনো বৃত্তি নির্বাচনে অথবা কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তির জন্য প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেয় তাকে বৃত্তি নির্দেশনা বলে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার বৃত্তি পছন্দ, পরিকল্পনা ও তার সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য এবং সেই সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলায় সাহায্য করে। বর্তমানে বৃত্তি নির্দেশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে বৃত্তি নির্দেশনা বলতে সেইসব কাজকে বোঝায় যার দ্বারা পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীকে তার বৃত্তি জীবনের উন্নয়নে উদ্দীপিত করেন এবং এই উন্নয়ন যাতে সহজে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন, ফলে শিক্ষার্থী তার বৃত্তি জীবনের উন্নয়নে সারাজীবন কাজ করে যেতে পারে।

বৃত্তিমূলক নির্দেশনা একটি উপযুক্ত পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রদান করে সহায়তা করে থাকে। এটি প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি তৈরি করতে এবং সন্তোষজনক সমন্বয় কার্যকর করতে সাহায্য করে থাকে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বৃত্তি সংক্রান্ত সমস্যাসমাধানে একজন ব্যক্তিকে সহায়তা করে থাকে।

2.2.2. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার সংজ্ঞা (Definition of Vocational Guidance)

- ***Crow*** এবং ***Crow***-এর মতে, "বৃত্তিমূলক নির্দেশনা হল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নির্বাচনে, প্রস্তুতিকরণে এবং বৃত্তির অগ্রগতি যাচাইয়ের একটি প্রক্রিয়া।" (Vocational Guidance usually is interpreted as the assistance given to the learners to choose, prepare for and progress in an occupation)।
- ***Mayers***-এর মতে, "বৃত্তিমূলক নির্দেশনা হল ব্যক্তিটিকে তাঁর নিজের বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি পরিচালিত করার জন্য সহায়তামূলক একটি প্রক্রিয়া।" (Vocational Guidance is the process of assisting the individual to do for himself certain definite things pertaining to his/her vocation)।
- **International Labour Organisation (ILO)**-এর মতে, "ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও তার বিশেষ ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ব্যক্তিকে বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে ও বৃত্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করাই হল বৃত্তিমূলক নির্দেশনা।" (Vocational Guidance is the assistance rendered by an individual to another in the latter's solving of

Scanned with CamScanner

problems related to his progress and vocational selection keeping in mind the individual's peculiarities or special abilities and their relations with his occupational opportunity)।

- **National Vocational Guidance Association (USA, 1937)**-এর মতে, "Vocational Guidance as the process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon and progress in it. It is concerned primarily with helping individuals make decisions and choices involved in planning a future and building a career decisions and choices necessary in effecting satisfactory vocational adjustment."
- ***Super* (1957)**-এর মতে, "Vocational Guidance is the process of helping a person to develop and accept an integrated and adequate picture of himself and of his role in the world of work, to test this concept against reality and to convert it in to reality with satisfaction to himself and benefit to society."

2.2.3. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার লক্ষ্যসমূহ (Aims of Vocational Guidance)

মনোবিজ্ঞানী *Jones*-এর দেওয়া বৃত্তিমূলক নির্দেশনার লক্ষ্যগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- শক্ষার্থীদের ক্ষমতা, যোগ্যতা, দায়িত্ব ইত্যাদির ভিত্তিতে বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে সাহায্য করা।
- কী ধরনের বৃত্তি নির্বাচনে কী ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের তাদের নিজের যোগ্যতা ও সক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের তাদের বৃত্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত সাফল্য অর্জনের জন্য সঠিক দিক্‌নির্দেশ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।
- পেশাজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা।

2.2.4. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বা পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা।
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, ক্ষমতা, চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদি অনুযায়ী সঠিক বৃত্তি নির্বাচনের জন্য তথ্য প্রদান করা।

- শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।
- বৃত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের আলোচনাসভার আয়োজন করা।
- ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি বা পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।
- পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি যাতে ওই পেশায় উন্নতিলাভ করতে পারে সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের কৌশল অর্জনে সাহায্য করা।
- বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর বৃত্তি বা পেশা এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করা।
- ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা পেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।
- ব্যক্তিকে তাঁর বৃত্তি বা পেশায় সর্বোচ্চ সাফল্য লাভে উৎসাহিত করা।

2.2.5. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার নীতিসমূহ (Principles of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রক্রিয়াটি কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

- **চাহিদার নীতি (Principle of Needs):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তির বৃত্তি সংক্রান্ত চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো। সেইজন্য নির্দেশনার যাবতীয় কর্মসূচি ব্যক্তির চাহিদাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়।
- **সহযোগিতার নীতি (Principle of Co-operation):** এই নীতি অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশনা গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। নির্দেশনা প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির সম্মতি ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে থাকে।
- **ব্যক্তিগত প্রয়োজনের নীতি (Principle of Individual Needs):** প্রতিটি ব্যক্তির চাহিদা ভিন্ন হয় এবং তাই এই চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিন্নভাবে নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। নির্দেশনা সর্বদাই একজন ব্যক্তিকে তার চাহিদা মেটাতে ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্য করে থাকে।
- **সংগতিবিধানের নীতি (Principle of Adjustment):** নির্দেশনা অবশ্যই ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়সাধনে সহায়তা করবে।
- **স্বাধীনতার নীতি (Principle of Freedom):** নির্দেশনা চলাকালীন ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে বক্তব্যগুলিকে প্রকাশ করতে পারে সেইজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।
- **সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতি (Principle of Decision-making):** নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার অধিকার, ক্ষমতা, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণে ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্য করে থাকে।

Scanned with CamScanner

- **সম্প্রসারণের নীতি (Principle of Elaboration):** নির্দেশনা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে থাকে যার দ্বারা শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি পাঠক্রম, শিক্ষণ কৌশলগুলিও প্রভাবিত হয়ে থাকে।
- **দায়িত্বের নীতি (Principle of Responsibility):** নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারদের দায়িত্বই হল অন্যদের নির্দেশনাদানের দ্বারা তাদের সহায়তাসূচক পরিসেবা প্রদান করা।
- **মূল্যায়নের নীতি (Principle of Evaluation):** এই নীতিনির্দেশ করে যে নির্দেশনা কর্মসূচিটিকে তার কার্যকারিতার বিচারের জন্য মূল্যায়ন করা উচিত।

2.2.6. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রকৃতি (Nature of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রকৃতিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

- **সাফল্য অর্জন (Achieve Success):** এই ধরনের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
- **অভিযোজনে সহায়ক (Helpful in Adjustment):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে তাঁর বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজনে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে থাকে।
- **সহায়তামূলক প্রক্রিয়া (Supportive Process):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে তাঁর চাহিদা ও ইচ্ছা অনুযায়ী বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে এবং তার সঠিক মূল্যায়নে সহায়তা করে থাকে।
- **নিজ পরিচালনাগত ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক (Helpful in Developing the Ability of Self-guidance):** নির্দেশনার প্রকৃতি ব্যক্তির নিজ পরিচালনাগত ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে থাকে। এটি জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।
- **ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য সহায়ক (Helpful in Preparing for Future):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ভবিষ্যতের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে থাকে। এর দ্বারা একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সফল হয়ে থাকে।

2.2.7. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার পরিধি (Scope of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার পরিধিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

- **ব্যক্তির বিশ্লেষণ (Analysis of the Individual):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে ওই ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন করে থাকে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা এই বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষার ব্যবহার করে থাকে।

- **বৃত্তিগত তথ্য (Occupational Information):** বৃত্তিগত নির্দেশনা ব্যক্তিটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণের পাশাপাশি ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে।
- **গোষ্ঠীগত বৃত্তি সংক্রান্ত পরিমাপ এবং অনুসরণমূলক কর্মসূচি (Community Occupational Surveys and Follow-up Studies):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বৃত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে এবং সেগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য অনুসরণমূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করে থাকে।
- **দলীয় ক্রিয়াকলাপ (Group Activities):** বৃত্তিগত মূল্যায়ন এবং গবেষণা সংক্রান্ত অধিকাংশ কাজই দলীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ক্ষেত্র ভ্রমণ, কর্ম সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে বৃত্তিগত প্রেষণা এবং তথ্য প্রদানে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **পরামর্শদান (Counselling):** পরামর্শদান নির্দেশনার একটি কৌশল। বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

2.2.8. বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Vocational Guidance)

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্বগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

- **অভিযোজনের ক্ষেত্রে (For Adjustment):** বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে তাঁর বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজনে সাহায্য করে থাকে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে থাকে।
- **মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (For Evaluation):** ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা, সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের দ্বারা ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত সঠিক বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।
- **মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে (For Preserving Mental Health):** ভুল বৃত্তি নির্বাচন ব্যক্তির মধ্যে ভয়, চাপ, নিরাশা ইত্যাদির জন্ম দেয়। ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে সঠিক বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে সহায়তা করে থাকে ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়।
- **অপসংগতি দূর করার ক্ষেত্রে (For Removal of Maladjustment):** বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ লক্ষ করা যায়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ব্যক্তিকে যথাসময়ে এই অপসংগতি থেকে রক্ষা করে থাকে।
- **অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে (For Using Internal Power):** ব্যক্তি তখনই তার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে যখন সে তার চাহিদা

Scanned with CamScanner